প্রথম আলো

তারিখ 23 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সভা

কোচিং বন্ধে করণীয় নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা হবে। এ জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য নির্ধারিত টাকার পরিমাণ বাড়ানো হবে। এ ছাড়া স্কুল-কলেজের বাইরে পরিচালিত কোচিংয়ের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটাও ঠিক করতে হবে।

কোচিং-বাণিজ্য বন্ধের বিষয়ে গতকাল বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সভায় এসব প্রস্তাব করেন শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা। সভায় প্রায় সবাই কোচিং বন্ধের পক্ষে মত দিয়েছেন।

শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সভায় কোচিং বন্ধের জন্য বিভিন্ন ধরনের মতামত এসেছে। কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মতামতগুলো পর্যালোচনা করে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। এ বিষয়ে আদালতের রুলেরও জবাব দেওয়া হবে।'

> 'সভায় কোচিং বন্ধের জন্য বিভিন্ন ধরনের মতামত এসেছে। কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মতামতগুলো পর্যালোচনা করে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে এক ঘণ্টার একটি অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য একজন শিক্ষক ১৭৫ টাকা সম্মানী নিতে পারেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি অতিরিক্ত ক্লাসের এই টাকা দ্বিগুণ করতে বলেছি। আর শিক্ষকেরা তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না।'

এর আগে কোচিং বন্ধে করণীয় ঠিক করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা কমিটিও সুপারিশ করে বলেছিল, কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় বা অন্য কোথাও কোচিং করাতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। ওই কমিটি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পিছিয়ে পড়া বা দুর্বল শিক্ষার্থী বাছাই করে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। এই কমিটিও এক ঘণ্টার ক্লাসের জন্য ১৭৫ টাকার সম্মানীর বিষয়টি পুনর্নির্ধারণ করতে বলেছে।

সভায় উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষক জানান, প্রায় সবাই কোচিং বন্ধের পক্ষে কথা বলেছেন। তবে হঠাৎ কোচিং বন্ধ করে দিলে কেউ সেটা মানবে না। এ জন্য বন্ধের আগে বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য ভয়াবহ বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবক ঐক্য ফোরাম নামের একটি সংগঠনের পক্ষে আদালতে রিট করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা কেন কোচিং বন্ধে পরিপত্র জারি করা হবে না, তা জানতে রুল জারি করেন। এরপর শিক্ষামন্ত্রী ৪ জানুয়ারি রিটের বিবাদীপক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি সভা করেন। পরে এ বিষয়ে কমিটি করে সুপারিশও গ্রহণ করা হয়। গতকালের সভাটি ছিল তারই ধারাবাহিকতা।